সমকাল

# চাঁদাবাজি: লেগুনা আটকে রাখার অভিযোগ জাবি ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে

প্রকাশ: ২৭ জুলাই ২৩ । ২১:২৮ | আপডেট: ২৭ জুলাই ২৩ । ২১:৩০

**জাবি প্রতিনিধি**

*আটকে রাখা লেগুনা। ছবি: সমকাল*

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) ক্যাম্পাসে ২৪টি লেগুনা আটকে রাখার অভিযোগ উঠেছে শাখা ছাত্রলীগ নেতাদের বিরুদ্ধে।

লেগুনার মালিক ও চালকদের অভিযোগ, সাভার-আশুলিয়া রুটে চলাচলকারী গাড়িগুলো থেকে দিনপ্রতি হিসাবে চাঁদা আদায় করে জাবি ছাত্রলীগ। সেই চাঁদার হার বাড়ানোর জন্যই লেগুনাগুলো আটকে রাখা হয়েছে।

তবে ছাত্রলীগ নেতাদের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেওয়ায় শিক্ষার্থীরা লেগুনা আটকে রেখেছে।

এ ঘটনায় অভিযুক্ত ছাত্রলীগ নেতারা হলেন জাবি ছাত্রলীগের সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ, আব্দুল্লাহ আল ফারুক ইমরান, শাহপরাণ ও হাসান মাহমুদ ফরিদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন ও লেলিন মাহবুব এবং উপছাত্র বৃত্তিবিষয়ক সম্পাদক আল-রাজি সরকার। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মশাররফ হোসেন হলে থাকেন।

জানা গেছে, গত মঙ্গলবার বিকেলে ছাত্রলীগ নেতাদের নির্দেশে মীর মশাররফ হোসেন হল গেটের সামনে অবস্থান নিয়ে লেগুনা আটকাতে শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। রাতে লেগুনা মালিক সমিতির নেতারা এলে কয়েকটি ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে ১১টি লেগুনা তখনও আটকে রাখা হয়। এরপর বুধবার বিকেলে ফের ১৩টি লেগুনা আটক করা হয়। এসব লেগুনা মীর মশাররফ হোসেন হলের পাশে রাখা হয়েছে। শাখা ছাত্রলীগ নেতারা জানিয়েছেন, মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে লেগুনাগুলো ছাড়া হবে। তবে ডাকলেও তারা কেউ আসেননি।

বিষয়টি নিয়ে লেগুনার চালক ও মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা অভিযোগ করেন, সাভার-আশুলিয়া রুটে দুই শতাধিক লেগুনা নিয়মিত চলাচল করে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ নেতাদের দিনে লেগুনাপ্রতি ২৫ টাকা চাঁদা দিতে হতো। সেই হিসাবে মাসে দেড় লাখ টাকা চাঁদা দিতেন তারা। গত দুই মাস চাঁদা দেওয়া বন্ধ ছিল। এখন ছাত্রলীগ নেতারা লেগুনাপ্রতি ১০০ টাকা দাবি করছেন। মালিকপক্ষ এটি দিতে অস্বীকার করায় লেগুনা আটকে রাখা হয়েছে।

ছাত্রলীগ নেতাদের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে সিঅ্যান্ডবি এলাকায় মীর মশাররফ হোসেন হলের আবাসিক ছাত্র তানভীর ও তারেকের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয় একটি লেগুনা। এ ঘটনায় তিনটি লেগুনা আটক করার পর চালকরা নকল চাবি দিয়ে সেগুলো নিয়ে যান। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে শিক্ষার্থীরা লেগুনাগুলো আটকেছে। মালিকপক্ষকে কথা বলার জন্য ডাকা হয়েছে। তবে তারা না আসায় লেগুনাগুলো ছাড়া হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন বলেন, হলের ছোট ভাইয়েরা লেগুনাগুলো আটকেছে। তাই মালিকপক্ষকে কথা বলার জন্য ডেকেছি। তারা আসেনি। এভাবে ফিটনেসবিহীন গাড়ি তো সড়কে চলতে পারে না। আর মালিকপক্ষ না এলে কাদের কাছে গাড়িগুলো দেব?

জাবি ছাত্রলীগের সহসভাপতি ফরিদ হোসেন বলেন, হলের দুই ছোট ভাইয়ের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেওয়ায় লেগুনাগুলো আটকানো হয়েছে। টাকা লেনদেনের বিষয়ে কিছু জানেন না বলে জানান তিনি।

এ বিষয়ে জানতে জাবি ছাত্রলীগের সভাপতি আকতারুজ্জামান সোহেল ও সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান লিটনের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তারা সাড়া দেননি।

সাভার হাইওয়ে থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আজিজুল হক এ প্রতিবেদককে বলেন, শিক্ষার্থীরা কেন লেগুনা আটক করেছে– এ বিষয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না। এটি আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন। মহাসড়কে লেগুনা চলার অনুমতি আছে কিনা জানতে চাইলেও তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর মওদুদ আহমেদ বলেন, শিক্ষার্থীরা লেগুনার ফিটনেস ঠিক করার দাবিতে আটক করেছে বলে জানিয়েছে। তবে লেগুনাগুলো ক্যাম্পাসের ভেতরে না রাখার নির্দেশ দিয়েছি।

© সমকাল ২০০৫ - ২০২৩

সম্পাদক : আলমগীর হোসেন । প্রকাশক : আবুল কালাম আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৭১৪০৮০৩৭৮ | ই-মেইল: samakalad@gmail.com